যুগান্তর

তারিখ . . 10. JUL. 2016. . . .
পৃষ্ঠা . . . 2 . . . কলাম . . . 8 . . . . . .

সন্দেহভাজন জঙ্গি তালিকায় মোনাসের ১২ শিক্ষার্থী

সৈয়দ আতিক

- রানা তামিম দলে টানার নেপথ্য কারিগর
- দুই দেশের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়
- বিদেশে পড়ছে এমন শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি হচ্ছে

মালয়েশিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ১২ শিক্ষার্থীকে সন্দেহভাজন জঙ্গির তালিকায় এনেছে গোয়েন্দারা। এদের সঙ্গে গুলশান হামলায় নিহত নিবরাস ইসলামসহ অন্য জঙ্গিদের যোগাযোগ আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গোয়েন্দারা এদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যাচাই বাছাই করছেন। এছাড়া বিদেশে পড়াশোনা করছে এমন শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করছে সরকার।

জানা গেছে, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের উগ্রপন্থী দলে টানার নেপথ্য কারিগর হিসেবে কাজ করেছে রেদওয়ানুল আজাদ রানা, তামিম আদনানীসহ আরও কয়েক জঙ্গি। এ লক্ষ্যে তারা ছদ্মনামে ঘনঘন বাংলাদেশে যাতায়াত করে এমন প্রমাণ হাতে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এদের দলে জুনুন শিকদার নামেও এক নিখোঁজ জঙ্গি রয়েছে। সে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। রানা, তামিম ও জুনুন একাধিক হত্যা মামলার আসামি বলে পুলিশের খাতায় নাম আছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, সন্দেহভাজনদের অবস্থান নিশ্চিত ও তাদের গ্রেফতারে আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমনের অংশ হিসেবে ঢাকা ও মালয়েশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ চলছে। ইতিমধ্যে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ঢাকার একটি আইনশৃংখলা বাহিনীর মেইল আদান প্রদান হয়েছে। উভয় দেশের গোয়েন্দারা এ ইস্যুতে বেশ কিছু তথ্যও বিনিময় করেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শুক্রবার টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সবার তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সন্দেভাজনদের বিরুদ্ধে আইনশৃংখলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে। এক্ষেত্রে যার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।

জানা গেছে, ঢাকা থেকে আরও বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে বিদেশে পড়ার সুযোগ করে দেয়ার ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

জঙ্গি তালিকায় মোনাসের ১২ শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গিদের চক্রটি। যাদের পরে কোনো একসময় নিজেদের দলের সদস্য করা হতো। কিন্তু এক বা একাধিক শিক্ষার্থী পরিকল্পনাটি জেনে ফেলে। এরপর পুরো গ্রুপটি সাবধান হয়ে যায়। তাদের কেউ আর বিদেশে পড়তে যায়নি। উল্টো তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের আইনশৃংখলা বাহিনীর কাছে সব ফাঁস করে দেয়া হয়। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে মোনাস ও নর্থ সাউথ-কেন্দ্রিক জঙ্গি নেটওয়ার্ক শনাক্ত করে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। জানা গেছে বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার নামে জঙ্গি দলে টানার নজির আছে। আগ্রহী ছাত্রদের অর্থায়নের নামে জঙ্গি দলে ভিড়িয়েছেন এমন দুই বাংলাদেশীর সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। এরা দু'জন গোয়েন্দা নজরদারিতে আছেন।

তদন্ত ও অনুসন্ধানে জানা যায়, সন্দেহভাজন তালিকা থেকে তিনজনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। যাদের আটক করতে সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এ তিনজন নিবরাস ইসলামের খুবই ঘনিষ্ঠ। এদের মধ্যে একজন আবদুল আজিজ। যে মোনাসে নিবরাসের সঙ্গে নিয়মিত ফুটবল খেলত। মালয়েশিয়ায় থাকলেও সে এখন নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেছে। এই আজিজসহ নিবরাসের ঘনিষ্ঠ ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাসির আকিব খান ও ফয়সাল রশিদ সানকে খুঁজছে গোয়েন্দারা। গুলশানে হামলার পর থেকে তারা বাংলাদেশেই পালিয়ে আছে। ঘনঘন অবস্থান পাল্টাচ্ছে। এ দু'জনকে ধরতে পারলে নিবরাস ইসলামের ঢাকা ও মালয়েশিয়া নেটওয়ার্কের বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা যাবে।

এদিকে গুলশান ও শোলাকিয়া হামলার পর সরকারের একাধিক ইউনিট নিহত জঙ্গিদের যোগসূত্রগুলো খতিয়ে দেখা শুরু করে। এর মধ্যে একটি সংস্থা মালয়েশিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ঢাকায় তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারাও মোনাস ও নর্থ সাউথে নিবরাসের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য দেয়। যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন মুরাদ। তিনি গোয়েন্দাদের বলেন, নিবরাসের সামাজিক মাধ্যমের বন্ধু তালিকা থেকে আরও কয়েকজনকে চিহ্নিত করা যাবে। গোয়েন্দারা এখন তা নিয়ে কাজ করছে। এছাড়া গুলশানে হামলার ঘটনার পর মিনহাজ রায়হান নামে আরও এক যুবকের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়। তার ফেসবুক প্রোফাইলে মোনাসে পড়াশোনা করার তথ্য ছিল।

আইনশৃংখলা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, মালয়েশিয়ায় মোনাস ইউনিভার্সিটি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে। এ তালিকায় আছে ইউনিভার্সিটি সেদায়া - ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (আইআইইউএম), ইউনিভার্সিটি মালায়া ও ইউনিভার্সিটি সেগি। ঢাকার একটি গোয়েন্দা সংস্থা এসব ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের তথ্য খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে সরকারকে জানিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে সরকারও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. দিদার আহাম্মদ যুগান্তরকে বলেন, মোনাস ও নর্থ সাউথের বিপথগামী জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক একই। এদের চূড়ান্ত পর্যায়ে মোটিভেশনের মাধ্যমে এ পথে আনা হয়েছে। তাদের শুধু মগজ ধোলাই করেই এ পথে আনা হয়নি। এদের পেছনে নগদ অর্থ ব্যয় এবং উচ্চতর ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণের টোপ দিয়ে বিপথগামী করা হয়।

তিনি বলেন, গুলশানে হামলার পর নিহত জঙ্গিদের লিংকগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অন্তত ১০ থেকে ১২ শিক্ষার্থী মোনাস ও নর্থ সাউথ জঙ্গি নেটওয়ার্ক-কেন্দ্রিক। এদের বিষয়ে তথ্য জানতে মালয়েশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও কূটনৈতিক পর্যায়েও যোগাযোগ চলছে।

ডিবি পুলিশের একজন এডিসি যুগান্তরকে জানান, ব্লগার রাজীব হত্যা মামলার আসামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাদমান ইয়াসির আরাফাতেরও মালয়েশিয়ার যাওয়ার কথা ছিল। তাকে গ্রেফতারের পর সে গোয়েন্দাদের জানায়, জঙ্গি সংগঠনের পক্ষেই তাকে বিদেশ যাওয়ার [illegible]টি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। সাদমানের মতো আরও বেশ কয়েকজনকে বিদেশে শিক্ষার নামে পাঠিয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। পরে এদের দেশে ফেরত এনে সুদূরপ্রসারী কথিত খেলাফত আন্দোলনে যুক্ত করা হয়।

এদিকে গুলশানে হামলার ঘটনার পর মালয়েশিয়া সরকার ও মোনাস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৈঠক করে। হামলাকারীদের মধ্যে নিবরাস ইসলাম মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে এমন তথ্যের ভিত্তিতেই আলোচনা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টির মুখপাত্র ড. সুশীলা নাইর দেশটির গণমাধ্যমকে বলেন, নিবরাস ইসলাম মোনাসের সাবেক শিক্ষার্থী। মালয়েশিয়ান গণমাধ্যমকে সুশীলা আরও বলেন, আমরা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নানান আলোচনা থেকে এই খবরটি জেনেছি যে হামলাকারীদের কেউ আমাদের এখানে পড়াশোনা করেছেন। পাশাপাশি আরও অনেক ইউনিভার্সিটি ও স্কুলেও পড়াশোনা করেছে। বাংলাদেশে এমন ভয়াবহ হামলার ঘটনায় মোনাস বিশ্ববিদ্যালয় খুবই দুঃখিত। তিনি বলেন, যে কোনো ধরনের তথ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায়। সম্পৃক্তদের বিষয়ে বাড়তি কোনো তথ্য পেলেও তারা সঙ্গে সঙ্গে তা জানাবেন।